শ্রীশ্রী গৌরহরি জয়তে

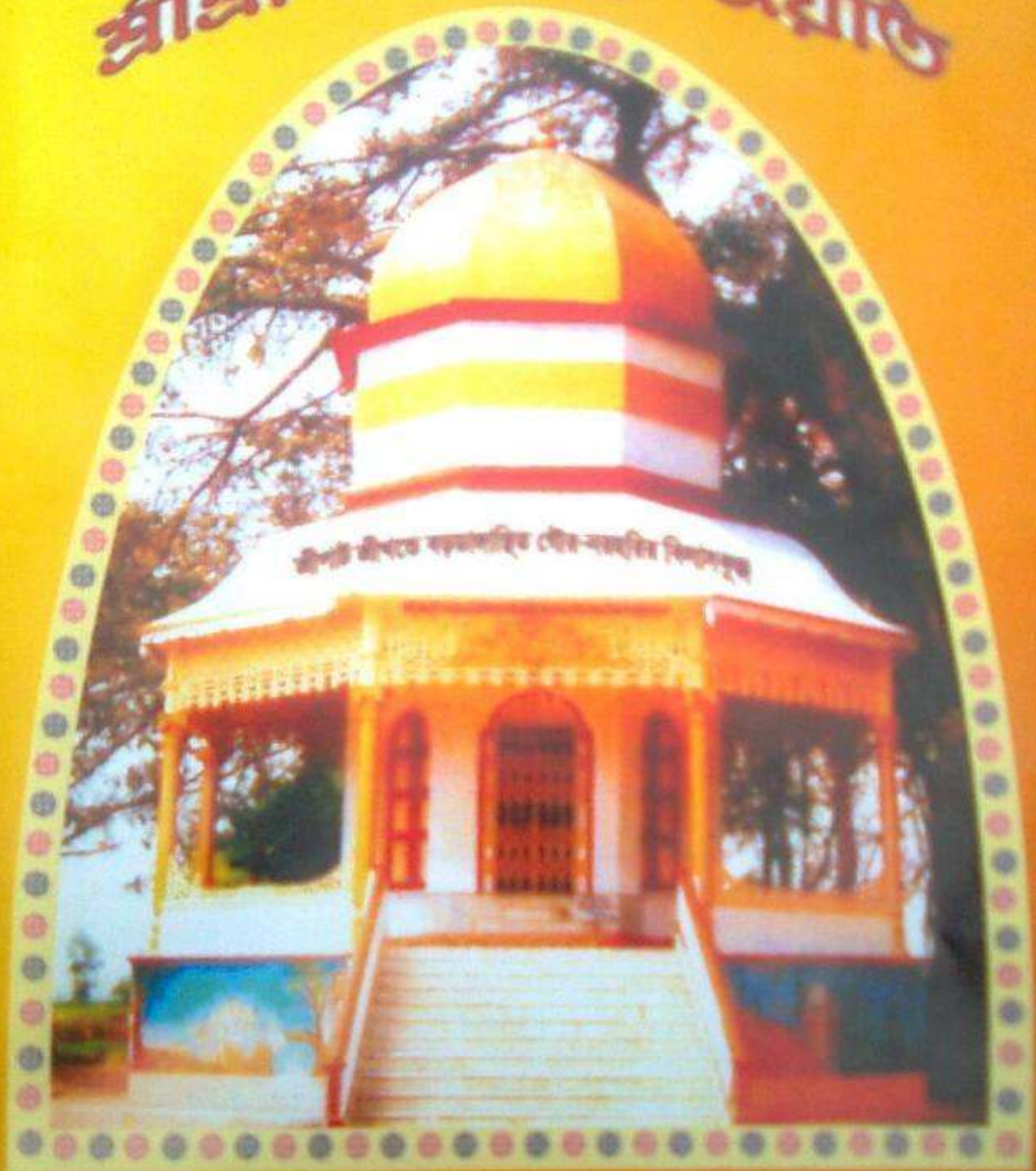

মধুমতী

(শ্রীশ্রী নরহরি সরকার ঠাকুর প্রভুর বিরহ তিথিতে
শ্রীশ্রী গৌর-নরহরি মিলন মহোৎসবে আমন্ত্রণ পত্র)

srikhanda.blogspot.com

জয় নিতাই গৌর নরহরি

শ্রী শ্রী নরহরি সরকার প্রভুর বিরহ তিথিতে

শ্রী শ্রী গৌর নরহরির মিলন মহোৎসব

আমন্ত্রণ পত্র

।।১৪১৮।।

কার্ত্তিকী কৃষ্ণা একাদশী সর্ব্বোপরি
যাতে অদর্শন হন ঠাকুর নরহরি।।

পরমভাগবত সুধী,

আবেগময় উৎকণ্ঠার অবসান অচিরেই হতে চলেছে। বৎসরান্তে প্রতিক্ষীত সেই পরমানন্দময়ী চিত্তজোয়ারকারী প্রেমোৎসার কার্ত্তিকী কৃষ্ণা একাদশী তিথি সমাগত। এই তিথিতেই আমাদের পরমানন্দ ঠাকুর শ্রী শ্রী নরহরি সরকার প্রভু অদর্শন হন, এই পূর্ণ্য তিথির আরাধনা উপলক্ষ্যে শ্রীপাঠ শ্রীখন্ডে শ্রী শ্রী বড়ডাঙ্গাস্থিত গৌর নরহরির বিলাসকুঞ্জে গৌর নরহরির মিলন মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

৪৪৯ বছর পূর্ব্বে শ্রী শ্রী নরহরি সরকার প্রভুর ভাতুষ্পূত্র মহাপ্রভুর স্বীকৃত পূত্র শ্রী শ্রী রঘুনন্দনের ও তাঁর প্রাণস্বরুপ শ্রী শ্রী নিবাস আচার্য্য প্রভুর উদ্যোগে এবং শ্রী শ্রী নিত্যানন্দ প্রভুর সক্রিয় উপস্থিতিতে এই মহোৎসবের প্রবর্তন। তদবধি এই ভক্তি ভাবাশ্রিত বহুজন আদৃত উৎসব নিরবিচ্ছিন্নভাবে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। প্রেমের ঠাকুর শ্রী শ্রী গৌরাঙ্গের প্রিয় পার্ষদ শ্রী শ্রী নরহরি ঠাকুর ছিলেন গৌর গত প্রাণ। প্রেমের গাগরী নিয়ে নির্বিশেষে মানবের দ্বারে দ্বারে তিনি প্রেম বিতরণ করেছেন। আনন্দ স্বরূপ অখিল রসামৃত মূর্তি দাতা শিরোমনি শ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু যে পরতত্ত্ব ,জীবের পরমারাধ্য, তা শুধু প্রত্যক্ষ করেন নাই তিনি সদাই নিমগ্ন ছিলেন।তাঁরই রস সিদ্ধান্ত 'গৌর বেদের সার'।অপরূপ রসভূপ শ্রী গৌরাঙ্গের রসস্বরূতাকে এবং উজ্জ্বল ভক্তি রসকে উৎসবের প্রাণ ও প্রেরণা রূপে সঞ্জীবিত রাখার প্রয়াস মধুমতী সমিতি আজও করে আসছেন।

আসন্ন মহোৎসবে নিত্যসিদ্ধ গৌরাঙ্গগণ, কৃপানারায়ণ আচার্য্য গোস্বামী সন্তানগণ, ও অন্যান্য সুধীজনকে নতমস্তকে আমন্ত্রণ জানাই।

সকলে সমবেত হয়ে ঠাকুর নরহরির প্রাণ সর্ব্বস্ব শ্রী শ্রী গৌরাঙ্গের বিলাস মাধুর্য্যময় বিগ্রহ দর্শন,সংকীর্তন ও ভগবৎ কথার মাধ্যমে ভগবল্লীলা আস্বাদন করে আনন্দ লাভ করলে আমরা ধন্য হব।

।। জয় গৌর - নরহরি ।।

শ্রীপাট শ্রীখন্ড,
জেলা - বর্ধমান
১৯ শে আশ্বিন, ১৪১৮

http://srikhanda.blogspot.com

শ্রী শ্রী নরহরি চৈতন্য দাসানুদাস
শ্রী প্রকাশানন্দ ঠাকুর
অধ্যক্ষ, মধুমতী সমিতি

অর্দ্ধনাড়ু করে শ্রী শ্রী গোপীনাথ শ্রী বিগ্রহ

এই শ্রীবিগ্রহকেই ঠাকুর রঘুনন্দন নাড়ু খাওয়াইছিলেন।

অনুষ্ঠান সুচী

২রা অগ্রহায়ণ, ১৪১৮(ইং- ১৯/ ১১/ ১১) শনিবার
সন্ধ্যায় ২৪ প্রহর নামযজ্ঞের শুভ অধিবাস কীর্ত্তন ।
স্থান :- বড়ডাঙ্গা মন্দির প্রাঙ্গন।

৩রা অগ্রহায়ণ, ১৪১৮(ইং-২০/ ১১/ ১১) রবিবার
প্রাতে নামযজ্ঞের শুভারম্ভ । বেলা ১২ ঘটিকায় শ্রীখন্ড নগরস্থ শ্রীমন্দির হইতে সংকীর্তন ও
শোভাযাত্রা সহকারে বড়ডাঙ্গার বিলাসকুঞ্জে শ্রী শ্রী গৌরগোপীনাথের বিজয় যাত্রা । অপরাহ্নে প্রসাদ বিতরণ ও সন্ধ্যায় মহোৎসবের শুভ অধিবাস । অতঃপর কীর্ত্তন পরিবেশন ।

৪ঠা অগ্রহায়ণ, ১৪১৮(ইং-২১/ ১১/ ১১) সোমবার
শ্রী শ্রী একাদশী । শ্রী শ্রী নরহরি প্রভুর অদর্শন তিথি । তিথি আরাধনায় সরকার প্রভুর পরিবার ও অন্যান্য খন্ডবাসী ভক্তগণ কর্ত্তক গৌরগোপীনাথের প্রতি মালসা ভোগ নিবেদন । মধ্যাহ্নে একাদশী আনুকল্প প্রকল্প । প্রত্যুষ হইতে পালাক্রমে পরিবেশন ও ভক্তগ্রন্থ পাঠ। সন্ধ্যায় চৈতন্য মঙ্গল কীর্ত্তন ও রাধাকৃষ্ণ লীলা কীর্ত্তন ।

৫ই অগ্রহায়ণ, ১৪১৮(ইং-২২/ ১১/ ১১) মঙ্গলবার
সপার্ষদ গৌর গোপীনাথের (৬৪ মহান্তের) ভোগারাধনা । সরকার প্রভুর সূচক কীর্ত্তন । পরে গৌরলীলা ও ব্রজলীলা কীর্ত্তন ও ভক্তিগ্রন্থ পাঠ । অন্নমহোৎসবের প্রসাদ বিতরণ ।

৬ই অগ্রহায়ণ, ১৪১৮(ইং-২৩/ ১১/ ১১) বুধবার
প্রাতে কুঞ্জভঙ্গ কীর্ত্তন । দ্বিপ্রহরে দধিহরিদ্রা অন্তে কীর্ত্তন শোভাযাত্রা সহকারে শ্রী শ্রী গৌরগোপীনাথের বড়ডাঙ্গার বিলাসকুঞ্জ হইতে গ্রামস্থ শ্রী মন্দিরে প্রত্যাবর্তন ,
নগর কীর্ত্তন সহ চিরঞ্জীব ও সুলোচনের বসতভূমিসহ গ্রাম পরিক্রমা ।
রাত্রে ধুলোটের প্রসাদ বিতরণ ।

http://srikhanda.blogspot.com

দক্ষিণেতে নরহরি বামে গদাধর
শ্রীনাবাস অঙ্গনে নাচেন গৌরাঙ্গ সুন্দর

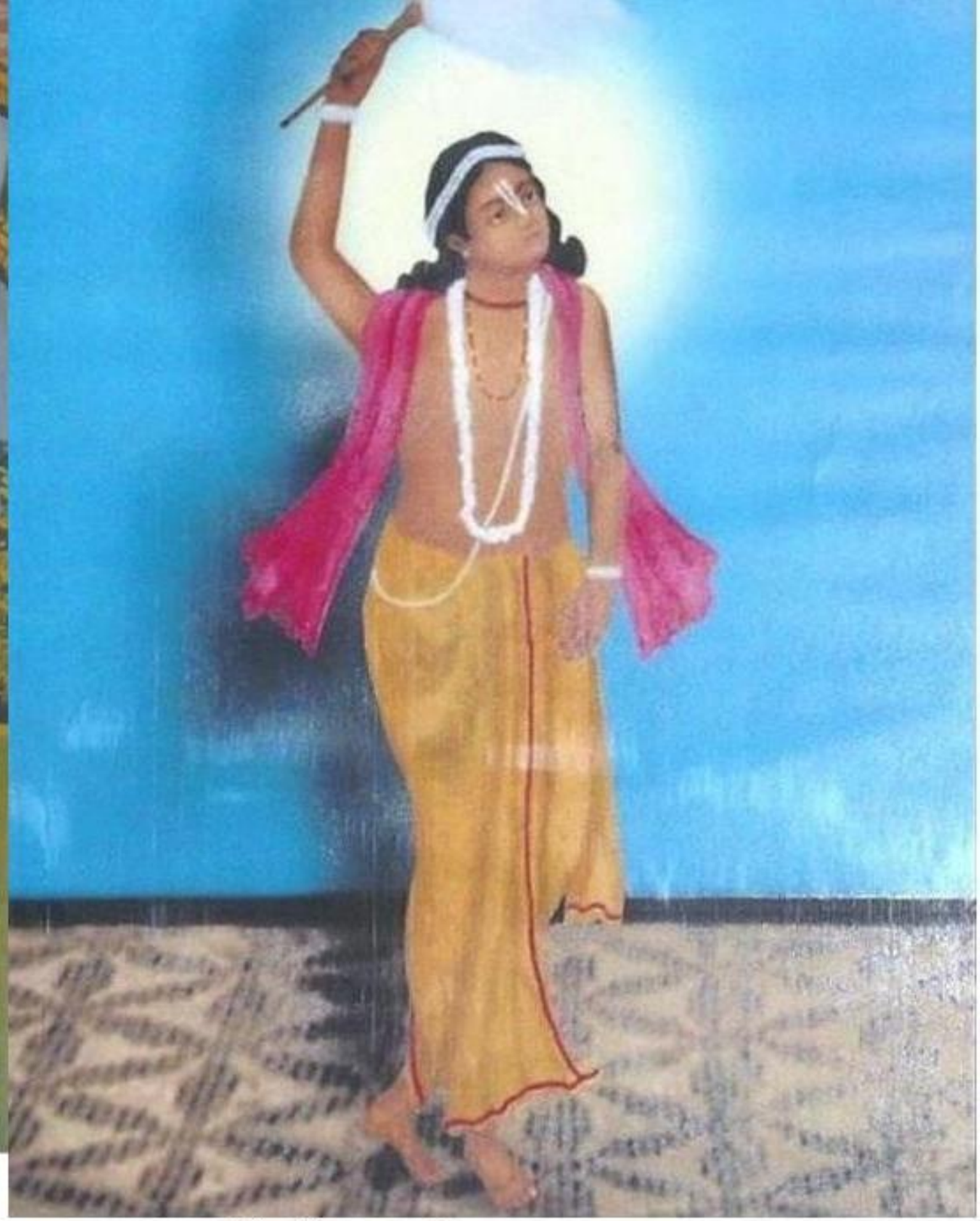

শ্রী শ্রী নরহরি সরকার প্রভু

শ্রী নরহরি সরকার প্রভুর সেবিত শ্রী গৌরাঙ্গ বিগ্রহ
প্রভুর দিক্ষণে ঠাকুর রঘুনন্দনের নিবেদিত নাড়ু খাওয়া
শ্রীশ্রী গোপীনাথের বিগ্রহ

জয় প্রভু নরহরি গদাধর প্রাণনাথ
মোর প্রতি কর প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত

srikhanda.blogspot.com

রঘুনন্দন কতৃক গোপীনাথ বিগ্রহকে নাড়ু খাওয়ানো লীলা

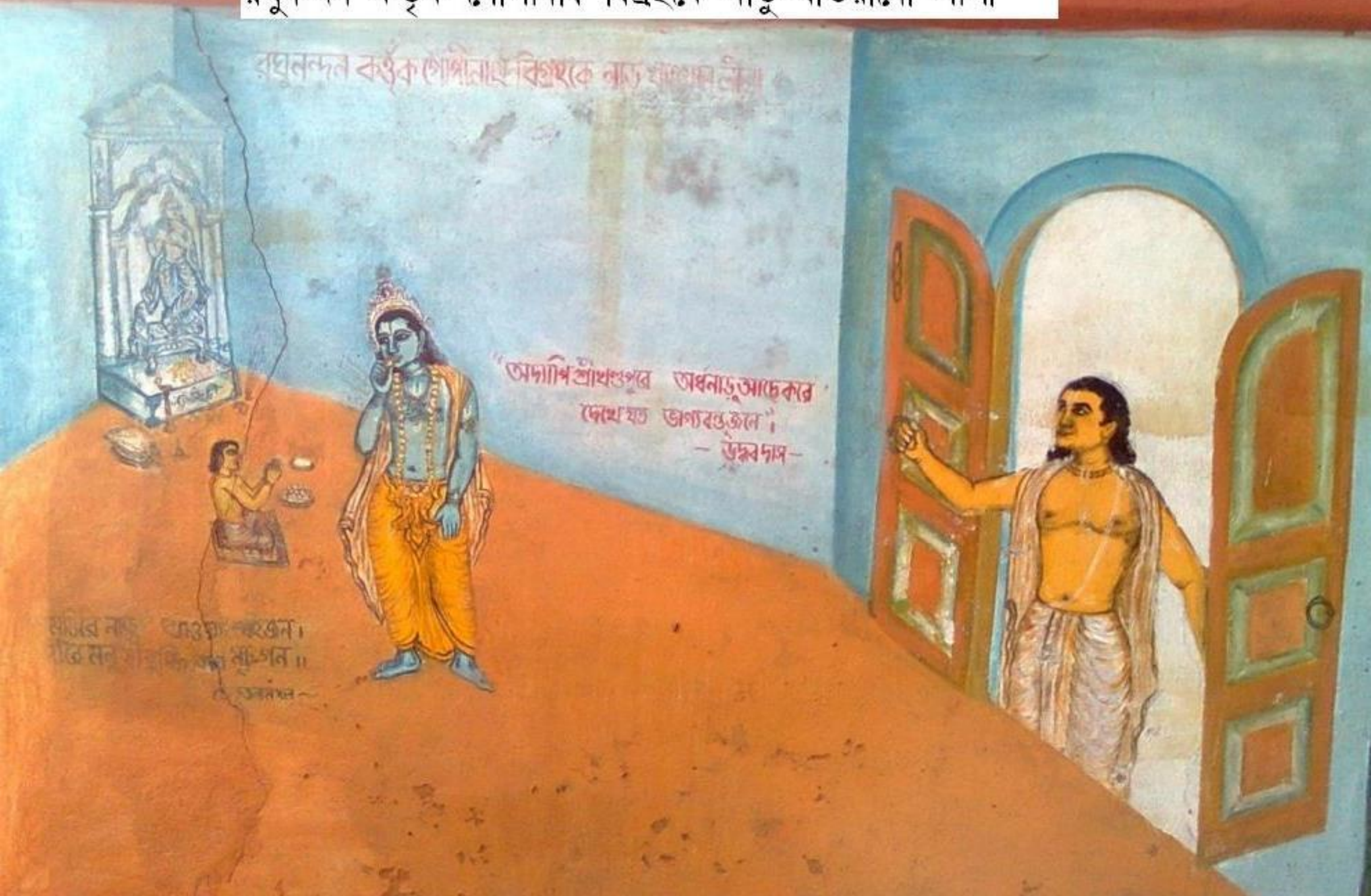

শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত :-

srikhanda.blogspot.com

"শ্রীশ্রী নিত্যানন্দ প্রভুর সহিত শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীখণ্ডে আগমনলীলার কিছুদিন পর প্রভুর সন্ন্যাসী মূর্তিদর্শনে বঞ্চিত ঠাকুর নরহরিকে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু স্বপ্নাবেশে তাঁহার রসরাজ গৌরাঙ্গ প্রতিমূর্তি স্থাপনের আদেশ দেন। তদনুসারে ঠাকুর নরহরি শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময় ঠাকুর নরহরির প্রিয় শিষ্য কুলাই গ্রাম নিবাসী দৈত্যারি ঘোষ ও কংসারি ঘোষ স্বপ্নে মহাপ্রভু কর্তৃক আদিষ্ট হইলেন যে, "তোমাদের বাটীর এই নিম্ববৃক্ষ হইতে আমার প্রতিমূর্তি নির্ম্মাণ করাইয়া , তোমাদের গুরুদেবকে অর্পণ কর, মনুষ্যরূপে বিশ্বকর্ম্মা আসিয়া এ কার্য্য সমাধান করিবেন" ঘোষ মহাশয়েরা এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়া প্রাতঃকালে বাটীর বাহির হইয়াই দেখিলেন, একজন সূত্রধর কার্য্য পাইবার অনুসন্ধান নিমিত্তগ্রামের মধ্যে ঘুরিতেছে। ঘোষ মহাশয়েরা তাঁহাদের বক্তব্য সূত্রধরকে বলায়, তিনি তদ্বিষয়ে সম্মত হইলেন। অনন্তর তাঁহার দ্বারা মহাপ্রভুর তিনটি শ্রীবিগ্রহ নির্ম্মাণ করাইয়া ঘোষ মহাশয়গণ তাঁহাদের শ্রীগুরুদেব ঠাকুর নরহরিকে অর্পণ করিলেন। ঠাকুর নরহরি পরমানন্দে তিনটী মূর্তিকেই প্রতিষ্ঠা করিলেন। পরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ইচ্ছানুসারে ছোট ঠাকুরটিকে শ্রীখণ্ডে রাখিলেন। মধ্যম ঠাকুরটিকে গঙ্গানগর (আড়কুল) পাঠাইলেন এবং বড় ঠাকুরটিকে কণ্টকনগরে (কাটোয়া) রাখিলেন।"

— শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব

তখন হইতে এই রসরাজ শ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহ ঠাকুর নরহরির পরিবার দ্বারা সেবিত হইয়া আসিতেছেন। এই রসরাজ শ্রীবিগ্রহই ঠাকুর নরহরির বিরহ তিথিতে নরহরির সহিত মিলিত হওয়ার বাসনায় শ্রীশ্রী বড়ডাঙ্গাস্থিত বিশ্রামকুঞ্জে কার্ত্তিকী কৃষ্ণা দশমী তিথিতে গমন করেন ও বিরহসন্ধ্যা নরহরির রস আস্বাদন করিয়া কার্ত্তিকী কৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথিতে প্রভাতে শ্রীমন্দিরে প্রত্যাবর্তন করেন।

— বৈষ্ণব তীর্থ —

শ্রীপাট শ্রীখণ্ডের দর্শনীয় স্থান

srikhanda.blogspot.com

☐ শ্রীশ্রীবড়ডাঙ্গা উৎসব প্রাঙ্গণে ঃ

১। গৌর নরহরির বিলাস কুঞ্জ।

২। ভোগ মন্দিরের পাশে সরকার প্রভুর ভ্রাতুষ্পুত্র ঠাকুর রঘুনন্দনের সহিত শ্রীঅভিরাম গোস্বামীর মিলন স্থল।

৩। বিলাস কুঞ্জের উত্তরে বটবৃক্ষ তলায় ঠাকুর লোচনের চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ "অভিন্ন চৈতন্যানন্দ ঠাকুর অবধূত" রচনাস্থল।

☐ গ্রামের অভ্যন্তরে ঃ

৪। ঠাকুর মুকুন্দদাস (নরহরির অগ্রজ), ঠাকুর নরহরি ও ঠাকুর রঘুনন্দনের বসতবাটী ও তৎসংলগ্ন শ্রীশ্রীরাধা মদনগোপাল, শ্রীশ্রীরাধা মদনমোহন ও শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ জীউর শ্রীমন্দির।

৫। শ্রীশ্রীরাধা মদনগোপাল জীউর শ্রীমন্দিরের পূর্ব দিকে ঠাকুর রঘুনন্দনের সূতিকা গৃহ।

৬। শ্রীশ্রীরাধা মদনমোহন জীউর শ্রীমন্দিরের দক্ষিণ দিকে ঠাকুর নরহরির ভজনকুটির ও বসত অভ্যন্তরে সরকার ঠাকুরের ভজনের আসন।

৭। শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ জীউর শ্রীমন্দিরের পশ্চিম দিকে প্রাচীন মধুময়ী—পুষ্করিণীতে ঠাকুর নরহরির নিকট প্রভু নিত্যানন্দের মধু পান লীলার সাক্ষী "মধুপুষ্করিণী"।

৮। গ্রামের উত্তর দিকে শ্রীখণ্ড উচ্চ বিদ্যালয়ের নিকটে শ্রীচৈতন্যের শাখাগণের অন্যতম দুই শাখা শ্রীখণ্ডবাসী চিরঞ্জীব ও শ্রীসুলোচনের বসত ভিটা এবং পুত্রদ্বয় বিখ্যাত রামচন্দ্র কবিরাজ ও পদকর্তা গোবিন্দ দাসের মাতুলালয় জন্মভিটা (যাহা চিরঞ্জীবের বসতবাটী হিসাবে পরিচিত)।

★ পথনির্দেশ ★

বর্ধমান-কাটোয়ার অন্তবর্তী স্থানে শ্রীখণ্ড। বর্ধমান বা কাটোয়া হইতে ছোট লাইনের ট্রেনে বা বাসে আসা যায়। কাটোয়া হইতে ৮ কিমি দূরত্ব।

গৌর-গীতি

শ্রীমৎ সদানন্দপ্রেমের দাস বাবাজী মহারাজ,
শ্রীধাম নবদ্বীপ।

http://srikhanda.blogspot.com

আমি গাইব
আমি গাইব।
আমি গাইব গৌর নাম।
গৌর নাম, অমিয়া ধাম
নরহরির প্রাণারাম॥

চলিতে চলিতে বলিতে বলিতে
গৌর-বরণ ভাবিতে ভাবিতে
গৌর-অঙ্গেতে ভাসিতে ভাসিতে
গৌরানাম সুধাধাম॥
নিশিতে নিশিতে দিশিতে দিশিতে
দিবস রজনীর মিলন বেলাতে
ঊষার নূতন আলোর কণায়
করিয়া আমি স্নান॥

সুখেতে দুঃখেতে হাসিতে কাঁদিতে
বিপদে আপদে সুপদে সম্পদে
ব্যথায় অভাবে মনের সাথে
গৌর নাম অবিরাম॥

শয়নে স্বপনে জীবনে মরণে
আপন জনের গহন মনে
বন্ধুজন সনে কিবা নির্জনে
গাহি, গাহি তাঁরি মধু নাম।

যেখানে সেখানে যখন তখন
থাকি যেন গৌর নাম স্মরণে
স্বরূপ সাধনের সাধের আশা মনে
পুরাও যেন মনস্কাম॥

।। লোচন দাসের চৈতন্যমঙ্গল ।।

http://srikhanda.blogspot.com শ্রী[illegible] মণ্ডল, শ্রীখণ্ড

নরহরির কৃপাবলে ঠাকুর লোচন মহাশয়
শ্রীগুরুর পাইল আদেশ।
রচিতে হইবে গ্রন্থ গৌরগুণ সমুদয়
বর্ণনা করিয়া সবিশেষ।।
বড় ডাঙ্গার কূলে আসি বটবৃক্ষ তলে বসি
একমনে করে গুরু ধ্যান।
শ্রীগুরু অন্তর্যামী শিষ্যের মঙ্গলকামী
লোচনে দেন দিব্যজ্ঞান।।
সেই দিব্যজ্ঞান পেয়ে প্রেমানন্দে মাতিয়ে
রচিতে লাগিল গৌর কথা।
দিবা নিশি বয়ে যায় গৌরকথা না ফুরায়
গুরুবাক্য না হয় অন্যথা।
ক্রমে ক্রমে কয়েকমাসে মহাগ্রন্থ রচি শেষে
নাম দেন শ্রীচৈতন্যমঙ্গল।
লোচন দাস ভক্তিভরে নরহরির পদে ধরে
অর্পণ করিল সে মঙ্গল।।
প্রভু হেরি নরহরি হৃদয় আনন্দে ভরি
আদেশ করিল লোচনদাসে।
ঠাকুর বৃন্দাবন দাস লিখেছে গ্রন্থ তাঁর নামে
প্রভু দিয়ে যাও তাঁরি পাশে।।
তিনি ও এই একনামে [illegible]
মহাপ্রভু করেছেন রচনা।
নিয়ে তাঁর অনুমতি, তবে হবে পরকাশিত
গ্রন্থ হইবে প্রকাশনা।।

শুনিয়া গুরুর আদেশ — সেইদিন করিয়া স্থির।
যাইল বৃন্দাবনে মনের সন্তোষে।
সেথা গিয়ে [illegible] — [illegible]
http://srikhanda.blogspot.com
মহাপ্রভু রাখিল তাঁর পাশে।।
লোচনের প্রভু হেরি — বৈষ্ণব ঠাকুর সব আদি
করিলেন আনন্দে আবাহন।
অভিন্ন নিতাই-গৌরতনু — যাহা অতিক্রান্ত তনু
লোচন করেছে বর্ণন।।
গৃহত্যাগের সেইরাতে — বিষ্ণুপ্রিয়া নিজহাতে
প্রভুর করেন সুসজ্জিত।
কেমনে জানিল লোচন — এসব বিবরণ।
বৃন্দাবন নহে যে অবহিত।।
মহাপ্রেমে ভাবিত — বৃন্দাবন ঠাকুর মূর্চ্ছিত
মূর্চ্ছিত হইল, মহাভাবে।
অতঃপর দিল মত — নিজের শ্রীচৈতন্য ভাগবত
লোচনের শ্রীচৈতন্য মঙ্গল হবে।
পুনরায় নরহরি — লোচনে আনন্দে হেরি
পাঠালেন নবদ্বীপ ধাম।
বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীযিনি — অনুমতি দিলেন তিনি
হবে হবে সিদ্ধ মনোস্কাম।।
শ্রীচৈতন্যমঙ্গল হেরিয়া — দেবীবিষ্ণুপ্রিয়ার হিয়া
দিব্যভাবে ভাবিত হইল।
লোচনের বর্ণনা যত — সব সত্য মধুর তত
প্রকাশের অনুমতি পাইল।।
বিষ্ণুপ্রিয়ার আশিসপুষ্ট — নরহরির তুষ্টপুষ্ট
শ্রীচৈতন্যমঙ্গল [illegible]।
বৈষ্ণবজনের কাছে — আদৃত হইল আছে
শ্রীহরের বাড়িল সম্মান।।

॥ বড়ডাঙায় শ্রীরঘুনন্দন ও শ্রীঅভিরাম ॥

গোস্বামীর প্রেম নৃত্য

—: শ্রীশ্যামল মণ্ডল, শ্রীখণ্ড :—

মহাপ্রভুর পার্ষদগণে　　নরহরির ভ্রাতুষ্পুত্রে
মুকুন্দ পুত্র শ্রীরঘুনন্দন।
শ্রীখণ্ডে জনমিল　　ঘোর প্রেম বিতরিল
করি তাঁর চরণ-বন্দন ॥
অভিরাম গোঁসাই নাম　　পূর্বেতে যিনি শ্রীদাম
বড় তেজ ছিল তাঁর মনে।
শালগ্রাম শিলা খাঁটি　　না হইলে যাইতো ফাটি
তাঁহারই প্রণামের চাপে ॥
গোঁসাই শ্রীঅভিরাম　　আসেন শ্রীখণ্ডধাম
রঘুরে পরখ করিতে।
মহাপ্রভুর করুণা ছায়া　　কেমন সে রূপে পায়া
ইহাও চাহে সে দেখিতে ॥
অভিরাম নাম শুনি　　মুকুন্দ প্রমাদ গণি
পুত্রকে ঘরে করে বন্দী।
না পেয়ে রঘুরে গোঁসাই　　[illegible]
কি জানি কি মনে আছে ফন্দী ॥
অবশেষে ব্যর্থ মনে　　বড়ডাঙ্গার নির্জনে
একাকী বসে ভাবিছেন।
তাকিয়ে দেখে চেয়ে　　বালক আসিছে ধেয়ে
এ যেন সেই নব ঘন শ্যাম ॥

কাছে আসি [illegible]　　[illegible] আলিঙ্গন
দিয়া প্রভু মহাপ্রেমে ভাসে।
মহা প্রেমে দুই জন　　প্রেম নৃত্যে [illegible]
হয়ে নৃত্য করে উল্লাসে ॥
এ যে সেই খাঁটি রত্ন　　ধন্য বড়ডাঙ্গার [illegible]
[illegible] প্রভু পদ খাঁটি দিল।
পায়ের নূপুর খসে　　শ্রীখণ্ড হইতে দুই ক্রোশ
আকাই হাটেতে পড়িল ॥
সেথা কৃষ্ণদাস ঠাকুর　　পাইয়া প্রেমের নূপুর
মহানন্দে লাগিল নাচিতে।
এদিকে মুকুন্দ ঘরে　　[illegible]
উপনীত বড়ডাঙ্গা খুঁজিতে ॥
দেখিয়া এ দুই জনার　　প্রেম নৃত্য [illegible]
মুকুন্দের ভ্রম হল দূর।
মুগ্ধ আজ শ্রীখণ্ডবাসী　　[illegible]
সকলে মিলিল এক সুরে ॥
এ সেই প্রেম নৃত্য　　[illegible]
নিত্য প্রেমে দেখে ভক্তজন।
আজও মুকুন্দদাসের　　[illegible]
শ্রীখণ্ড হল পূর্ণ বৃন্দাবন ॥

"রসের নাগরী"

বংশী বিলাস ঠাকুর

তুমি আমার পূর্ব-পুরুষ
আমার আরাধ্য দেবতা,
অন্তঃ-পটের হৃদয় মাঝে
তোমার আসন পাতা।

খণ্ড গ্রামে জনম তোমার
নাম নরহরি,
গৌর প্রেমে পাগল তুমি
রসের নাগরী।

মধুমতী বলে নাম
ছিল বৃন্দাবনে,
একথা অজানা নয়
জানে সর্বজনে।

আনন্দ-কানন নিত্যই তুমি
ছিলে গৌরাঙ্গের সঙ্গ,
তুমিই মোদের শিখাইয়াছ
গৌরভজনের তত্ত্ব।

এই মেলাতেই আছো তুমি
আজও বর্তমান,
আকাশ—বাতাস মুখরিত
গৌর গুণ গানে।

খণ্ড গ্রামে কাঁদিয়ে দিলে
তোমার নামের ধ্বনি,
নামে নামে তুমিই হলে
ঠাকুর নরহরি।

srikhanda.blogspot.com

"তোমার পরশে রেখো"

([illegible])

অরুণ [illegible] দাস

তোমার প্রেমের পরশ যখন
হৃদয়ে লাগে মোর।
জাগে কত ভাষা মধুমাখা হয়ে
পাইনে কো তার ওর॥

কত কত সুর হয়ে সুমধুর
ঝংকৃত হয়ে ওঠে।
ভাবনা উদ্যানে কত যে কুসুম
সুগন্ধ ছড়ায়ে ফোটে॥

নয়ন তখন সৌন্দর্য্য অঞ্জন
পরিয়া রঙিন হয়।
কুৎসিত কুদৃশ্য নাহি দেখে সব
দেখে সৌন্দর্য্যময়॥

দুঃখ বেদনা অভাব যাতনা
আঁখি বাঁধে নিরানন্দ।
যায় সব দূরে হৃদয় ভরিয়া
জাগে শুধু আনন্দ॥

হৃদয় যখন তোমার প্রেমের
পরশে রঞ্জিত হয়।
জীবন তখন তব মধুময়
দিবানিশি জ্যোৎস্নাময়॥

হৃদয় তখন বাঁধিত অন্তরে
নীরব দিবার নিশা।
অন্ধজ্যোতিহীন চেতনা শূন্য
জ্যোতিহীন একেলা॥

তাই প্রভু! তোমার প্রেমের পরশে
তোমার করুণা মহিমার সনে
রাখিও নিশি দিবসে॥

কামনা সাগরে ডুবে আছি আমি
দেহেন্দ্রিয় সুখ লাগি।
তব সেবানন্দ মহাসুখ আশে
নাহি হলাম অনুরাগী॥

তোমার প্রেমের পরশ জাগিয়ে
তোমার সেবার বাসনা।
এ মিনতি করে তব প্রেম হতে
আমারে বঞ্চিত করো না॥

তোমার নিত্য সেবকের সঙ্গে
আমারে রেখো সঙ্গেতে।
সে সঙ্গে মোরে ভাবনারে দাও হে
সেবার পরশ দিয়ে॥

তব সেই মনের সঙ্গে ভাবিয়
জীবন মধুর করি।
সঙ্গ হতে সঙ্গে নামেরই স্বাদ
পাইয়া পাইয়া মরি॥

srikhanda.blogspot.com

কিছু কথা

Srikhanda Madhumati Samity is the owner of this book. After downloading don't use it commensally. It's my little try to promote this book on internet.

Keep visiting
http://srikhanda.blogspot.com

facebook page
http://www.facebook.com/srikhanda

Twitter follow@srikhanda
http://twitter.com/srikhanda

Srikhanda baradanga a video in youtube
http://www.youtube.com/watch?v=gpAQzWAL0lA

contact me on facebook or mail me
http://www.facebook.com/iavikde
mailto:liveatsrikhanda@gmail.com

জয় গৌর নরহরি